বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা

২ অরফ্যানেজ রোড, বকশিবাজার, ঢাকা-১২১১

www.bmeb.gov.bd www.ebmeb.gov.bd

২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষার ফরমপূরণের বিজ্ঞপ্তি

স্মারক নং-৩৭.১৬.০০০০.০০৩.০১১.৩১.০০২.২৩-১৯৩

তারিখ: ০২ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এতদ্বারা বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা এর আওতাধীন সকল মাদ্রাসা প্রধান এবং সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো যাচ্ছে, অত্র বোর্ডের অধীনে ২০২৪ সালে অনুষ্ঠেয় দাখিল পরীক্ষার Online এ ফরমপূরণ ও প্রয়োজনীয় ফি জমা দেওয়ার তারিখ, ফি এর হার ও নিয়মাবলি নিম্নে উল্লেখ করা হলো।

প্রতিষ্ঠানে একই নামে একাধিক ছাত্র/ছাত্রী থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে ফরমপূরণের সময় তাদের রেজিস্ট্রেশন নম্বর, ছবি ও পিতা-মাতার নাম মিলিয়ে পরীক্ষার্থী সনাক্ত করতে হবে। এর ব্যত্যয় ঘটলে প্রতিষ্ঠান প্রধান দায়ী থাকবেন।

১। **Online এ শিক্ষার্থীদের সম্ভাব্য তালিকা (Probable List) প্রদর্শন:** শিক্ষার্থীদের তথ্য সম্বলিত সম্ভাব্য তালিকা মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইট (**www.cbmeb.gov.bd**) এ **২৯/১০/২০২৩** তারিখে দেয়া হবে। উক্ত সম্ভাব্য তালিকা হতে **৩০/১০/২০২৩ থেকে ০৭/১১/২০২৩** তারিখের মধ্যে Online এ নিম্নবর্ণিত প্রক্রিয়ায় ফরমপূরণ (**eFF**) সম্পন্ন করতে হবে।

(ক) প্রতিষ্ঠানসমূহকে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রবেশ করে **eFF** এ ক্লিক করে **EIIN** ও **Password** দিয়ে **Login** করে **Probable List** এ যেতে হবে এবং **Print** করে হার্ডকপিতে লালকালি ব্যবহার করে টিক চিহ্ন দিয়ে পরীক্ষার্থী নির্ধারণ করতে হবে।

(খ) উক্ত হার্ডকপি **Probable List** এ টিক চিহ্নিত পরীক্ষার্থীর তথ্য মিলিয়ে কম্পিউটারে প্রদর্শনকৃত **Probable List** থেকে **Select** করতে হবে ।

(গ) **Temporary List Print** করে ভালোভাবে যাচাই বাছাই করে প্রয়োজন হলে **Select/Unselect** করা যাবে।

(ঘ) এরপর **TT Silp Print** করতে হবে। নিকটস্থ সোনালী ব্যাংকের শাখায় (যে শাখায় সোনালী সেবা চালু আছে) **TT Silp** এ উল্লিখিত পরিমাণ টাকা জমা প্রদান করতে হবে। উল্লেখ্য, **TT Silp Print** করলে আর কোন অবস্থাতেই **Select/UnSelect** করা যাবে না।

(ঙ) ফি এর টাকা ব্যাংকে জমা দেয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে **Final Candidate List Print Active** হবে।

(চ) **Final Candidate List Print করে পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর গ্রহণ করতে হবে এবং প্রতি পৃষ্ঠায় মাদ্রাসা প্রধান স্বাক্ষর করবেন।**

(ছ) প্রয়োজন হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশিষ্ট ছাত্র/ছাত্রীদের মধ্যে থেকে ফরমপূরণের কাজ একইভাবে সম্পন্ন করতে পারবে।

(জ) **বিলম্ব ফি সহ ০৯/১১/২০২৩ হতে ১৩/১১/২০২৩ পর্যন্ত অনলাইনে ফরম পূরণ (eFF) করা যাবে।**

২। **পরীক্ষার্থীর স্বাক্ষর সম্বলিত প্রিন্ট কপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১ (এক) কপি সংরক্ষণ করতে হবে।**

৩। **ফি জমার সর্বশেষ তারিখ: বিলম্ব ফি ছাড়া ০৮ নভেম্বর ২০২৩ এবং বিলম্ব ফিসহ ১৪ নভেম্বর ২০২৩**

ক্রমিক	কাজের বিবরণ	তারিখ
(ক)	রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকা সাপেক্ষে জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীসহ আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক/ঐচ্ছিক বিষয়/বিষয়সমূহে এক থেকে চার বিষয়ে ২০২৩ সালের অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীগণের ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণের জন্য নিজ নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর সাদা কাগজে আবেদন করার শেষ তারিখ:	২৯/১০/২০২৩
(খ)	নির্বাচনি (টেস্ট) পরীক্ষা গ্রহণসহ ফল প্রকাশের শেষ তারিখ:	২৬/১০/২০২৩
(গ)	অনলাইনে ফরমপূরণ বিলম্ব ফি ছাড়া	৩০/১০/২০২৩ হতে ০৭/১১/২০২৩
(ঘ)	বিলম্ব ফি ছাড়া অনলাইনে ফি জমা দেয়ার শেষ তারিখ:	০৮/১১/২০২৩
(ঙ)	বিলম্ব ফি সহ অনলাইনে ফরমপূরণ	০৯/১১/২০২৩ হতে ১৩/১১/২০২৩
(চ)	পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০.০০ (একশত) টাকা হারে বিলম্ব ফিসহ অনলাইনে ফি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ:	১৪/১১/২০২৩

৪। (ক) ফি এর হার:

পরীক্ষার্থীর ধরণ	পরীক্ষার ফি (পত্র প্রতি)	ব্যবহারিক পরীক্ষার ফি (পত্র প্রতি)	একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি)	মূল সনদ ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি)	অনিয়মিত ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি)	অনুমতি ও তালিকা ভূক্তি ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি)	বয় স্কাউট/গার্লস গাইড ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি)	জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ফি (পরীক্ষার্থী প্রতি)	বার্ষিক ক্রীড়া এফিলিয়েশন ফি (শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নিয়মিত পরীক্ষার্থী	১১০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	X	X	১৫.০০	৫.০০	
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী (যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি)	১১০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	১০০.০০	X	১৫.০০	৫.০০	৩০০.০০
অনিয়মিত পরীক্ষার্থী (যারা ইতোপূর্বে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে)	১১০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	X	১০০.০০	X	১৫.০০	৫.০০	
জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী	১১০.০০	৩০.০০	৩৫.০০	১০০.০০	X	১০০.০০	১৫.০০	৫.০০	

(খ) কেন্দ্র ফি (কেন্দ্রে জমা দিতে হবে):

(১) ০১ (এক) থেকে ০৪ (চার) বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীসহ সকল প্রকার পরীক্ষার্থী যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা নেই পরীক্ষার্থী প্রতি ৪০০.০০ (চারশত) টাকা।

(২) ০১ (এক) থেকে ০৪ (চার) বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীসহ সকল প্রকার পরীক্ষার্থী যাদের ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে পরীক্ষার্থী প্রতি ৪৫০.০০ (চারশত পঞ্চাশ) টাকা।

(৩) দাখিল পরীক্ষার ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি (অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত পরীক্ষকদের জন্য) পত্র প্রতি ১০/-(দশ) টাকা। **ব্যবহারিক পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ন ও আনুষঙ্গিক কর্মসম্পাদনের পর পরই কেন্দ্রসচিব ব্যবহারিক উত্তরপত্র মূল্যায়ন ফি বাবদ আদায়কৃত অর্থ হতে অভ্যন্তরীণ পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ৫/- (পাঁচ) টাকা এবং বহিরাগত পরীক্ষককে উত্তরপত্র প্রতি ৫/-(পাঁচ) টাকা হারে সম্মানী/পারিশ্রমিক পরিশোধ করবেন। উল্লেখ্য, এ বিষয়ে বোর্ড টিএ/ডিএ বা উত্তরপত্র মূল্যায়ন বাবদ কোন প্রকার সম্মানী প্রদান করবে না। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের ব্যবহারিক পরীক্ষা স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে অনুষ্ঠিত হবে, এ ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ফি ২৫ (পঁচিশ) টাকা হবে, যার বিভাজন কেন্দ্র ০৭ (সাত) টাকা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিষয়ের সংশ্লিষ্ট শিক্ষক/পরীক্ষক ১০/-(দশ) টাকা এবং প্রতিষ্ঠান ০৮/-(আট) টাকা হবে।**

(গ) নিয়মিত পরীক্ষার্থীদের ফরমপূরণের ফি:

বিজ্ঞান বিভাগ (নিয়মিত) (নৈর্বাচনিক বিষয়সহ)		সাধারণ, মুজাব্বিদ ও হিফজুল কুরআন বিভাগ (নিয়মিত) (ঐচ্ছিক বিষয়সহ)	
১। বোর্ড ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ফিসহ)	১৮১৫.০০ টাকা	১। বোর্ড ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ফিসহ)	১৬১৫.০০ টাকা
২। কেন্দ্র ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ফিসহ)	৪৯০.০০ টাকা	২। কেন্দ্র ফি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে ব্যবহারিক ফিসহ)	৪১০.০০ টাকা
	২৩০৫.০০ টাকা	৩। আইসিটি বিষয়ের ফি (ব্যবহারিক)	২৫.০০ টাকা
			২০৫০.০০ টাকা

(ঘ) বিলম্ব ফি: পরীক্ষার্থী প্রতি ১০০.০০ টাকা।

(ঙ) ফরমপূরণে নির্ধারিত ফি এর অতিরিক্ত ফি আদায় যাবে করা না। এ সংক্রান্ত অভিযোগ পেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

(চ) পরীক্ষার্থীদের বেতন ও সেশনচার্জ ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত পরিশোধ করতে হবে। কোন শিক্ষার্থী থেকে নবম ও দশম শ্রেণির সর্বমোট ২৪ মাসের বেশি বেতন ও সেশনচার্জ নেয়া যাবে না।

৫। নিয়মিত পরীক্ষার্থী:

২০২২-২০২৩ সেশনের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীরা ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করবে।

৬। অনিয়মিত পরীক্ষার্থী:

(ক) ২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ সেশনের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থী যারা ২০২২ এবং ২০২৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি, স্ব-স্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে কোন অবস্থাতেই নিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা যাবে না।

(খ) ২০২৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় সকল বিষয়ের অংশগ্রহণকারী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অতিরিক্ত বিষয় বাদে ০১ (এক) থেকে ০৪ (চার) বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকলে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তারা ইচ্ছা করলে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে।

(গ) ২০২২ সালের দাখিল পরীক্ষায় অতিরিক্ত বিষয় বাদে এক থেকে তিন বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যারা ২০২৩ সালের পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেনি বা অংশগ্রহণ করে পুনরায় এক বা একাধিক বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে, রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকলে তারা অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় পূর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অথবা সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। আংশিক বিষয়ে অংশগ্রহণে ইচ্ছুক পরীক্ষার্থীরা অতিরিক্ত বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে।

(ঘ) রেজিস্ট্রেশন নবায়ন করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ:

২০১৯-২০২০ সেশনের রেজিস্ট্রেশনধারী শিক্ষার্থীগণ যাদের রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ শেষ অথচ ঐচ্ছিক বিষয় বাদে এখনো এক বিষয়ে অকৃতকার্য আছে সে সকল শিক্ষার্থী বিশেষ বিবেচনায় রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ কেবলমাত্র এক বছরের জন্য নবায়ন করে ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অকৃতকার্য বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে। উপরে খ থেকে ঘ এ উল্লিখিত পরীক্ষার্থীদের পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের প্রাপ্ত জিপিএ সংরক্ষিত থাকবে। ২০২৪ সালের পরীক্ষায় তাদের অংশগ্রহণকৃত বিষয়/বিষয়সমূহের জিপিএ/পূর্বে উত্তীর্ণ বিষয়/বিষয়সমূহের সংরক্ষিত জিপিএ'র সাথে যোগ করে তাদের জিপিএ নির্ণয় করা হবে।

৭। জিপিএ উন্নয়ন:

কেবল ২০২৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং জিপিএ ৫.০০ এর কম পেয়েছে এমন পরীক্ষার্থীরা রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকলে ২০২৪ সালের পরীক্ষায় জিপিএ উন্নয়নের জন্য অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ২০২৪ সালের পরীক্ষায় এদের জিপিএ উন্নয়ন হলে তা গ্রহণ করা হবে। অন্যথায় পূর্বের জিপিএ বহাল থাকবে। জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থীকে পূর্বের পরীক্ষার প্রবেশপত্র এবং একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্ট এর সত্যায়িত ফটোকপি প্রিন্ট কপির সাথে জমা দিতে হবে।

৮। বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থী:

বহিষ্কৃত পরীক্ষার্থীদের শাস্তির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে থাকলে এবং রেজিস্ট্রেশন এর মেয়াদ থাকলে তারা ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারবে। তাদেরকে সকল বিষয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে।

৯। অতিরিক্ত বিষয়ের সুবিধা:

২০২০-২০২১ এবং ২০২১-২০২২ সেশনের রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীরা ২০২২ ও ২০২৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করে থাকলে অনিয়মিত পরীক্ষার্থী হিসেবে অতিরিক্ত বিষয়সহ সকল বিষয়ে ২০২৪ সালে পরীক্ষা দিলে অতিরিক্ত বিষয়ের সুবিধা পাবে এবং ২০২০-২০২১ ও ২০২১-২০২২ সেশনের রেজিস্ট্রেশনধারী পরীক্ষার্থীরা যারা ২০২২ ও ২০২৩ সালের দাখিল পরীক্ষায় সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করে অতিরিক্ত বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ০১ (এক) থেকে ০৪ (চার) বিষয়ে অকৃতকার্য হয়েছে ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষায় পূর্বের অকৃতকার্য বিষয়/বিষয়সমূহে অংশগ্রহণ করে উত্তীর্ণ হলে তারা অতিরিক্ত বিষয়ের সুবিধা পাবে।

১০। পাঠ্যসূচি:

(ক) ২০২৪ সালের দাখিল পরীক্ষা পূর্ণাঙ্গ সিলেবাসে প্রণীত প্রশ্নপত্রে পরীক্ষার্থীরা (নিয়মিত, অনিয়মিত, আংশিক ও মানোন্নয়ন) সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করবে।

(খ) সকল শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা (১৪২) এবং ক্যারিয়ার শিক্ষা (১৪৫) বিষয় দুটির এনসিটিবি এর নির্দেশনা অনুসারে ধারাবাহিক মূল্যায়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত নম্বর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রকে সরবরাহ করবে। সংশ্লিষ্ট কেন্দ্র ব্যবহারিক ও মৌখিক পরীক্ষার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) নম্বরের সাথে ধারাবাহিক মূল্যায়নে প্রাপ্ত নম্বর অনলাইনে প্রেরণ করবে।

(গ) <u>নির্বাচনী পরীক্ষা:</u>

জিপিএ উন্নয়ন পরীক্ষার্থী এবং যে সকল পরীক্ষার্থী ইতোমধ্যে দাখিল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে অকৃতকার্য হয়েছে, তাদের ব্যতীত সকল শিক্ষার্থীর নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক।

(ঘ) শিক্ষাবোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধানকে ফরমপূরণের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।

চেয়ারম্যান মহোদয়ের আদেশক্রমে

১৭/১০/২৩

প্রফেসর মোহাম্মদ মাহবুব হাসান
পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা
ফোন : ৫৮৬১০২০২
ই-মেইল: controller@bmeb.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.১৬.০০০০.০০৩.০১১.৩১.০০২.২৩-১৯৩

তারিখ: ০২ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ / ১৭ অক্টোবর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

<u>সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় কার্যার্থে অনুলিপি প্রেরিত হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) ঃ</u>

১. সিনিয়র সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা।
৩. মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. মাননীয় শিক্ষা উপমন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৫. জেলা প্রশাসক (সকল)।
৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
৭. জেলা শিক্ষা অফিসার (সকল)।
৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিষ্ট (চ.দা.), বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৯. ব্যবস্থাপক, সোনালী ব্যাংক লিমিটেড, বিএমইবি শাখা, ঢাকা।
১০. সকল কর্মকর্তা, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১১. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা (তাঁকে বিজ্ঞপ্তিটি বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১২. সহকারী পরিদর্শক, আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, উপ-পরিচালকের কার্যালয়, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ময়মনসিংহ/চট্টগ্রাম/কুমিল্লা/সিলেট/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/বরিশাল।
১৩. অধ্যক্ষ/সুপার, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমতি/স্বীকৃতি প্রাপ্ত সকল মাদ্রাসা।
১৪. পি ও টু চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৫. পি এ টু রেজিস্ট্রার/পরিদর্শক, বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
১৬. অফিস কপি।

১৭/১০/২৩

মোহাম্মদ আব্দুস সালাম
উপ-পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক (পরীক্ষা)
বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
ফোন: ০২২২৩৩৬৫২৪৮
E-mail: dcexam@bmeb.gov.bd